ত্রয়োদশ অধ্যায়

কারো নামে পশু জবাই করা প্রসঙ্গে

বেহেস্তি জেওর ঃ

* کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا (شرك وكفر ہے)

"কারো নামে পশু জবেহ্ করা শিরক" (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইস্লাহ্ বা সংশোধন ঃ

প্রকৃত মাসআলা নিম্নরূপ। জবেহ্কারীর নিয়ত যদি জবেহ করার সময় এবং ছুরি চালাবার সময় আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো জন্যে হয়, তবে শিরক হবে। কিন্তু জবেহ করার পূর্বে বা পরে কারো নাম নিলে বা উদ্দেশ্যে করলে শিরক হবেনা। সুতরাং জবেহকারী যদি ছুরি চালাবার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে জবেহ্ করে অথবা আল্লাহর নামের পরিবর্তে অন্য কারো নাম উচ্চারণ করে, তাহলে ঐ পশু মৃত বলে গণ্য হবে এবং জবেহ কারী মুশরীক হবে। আর জবেহ করার সময়-বিছমিল্লাহ্ আল্লাহু আকবার- বলে জবেহ করা হলে তা হালাল হবে- যদিও পূর্বে কারো নামে পশু নির্ধারন করা হোক না কেন। কোন মুসলমান জবেহ্ করার সময় আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারন করেনা। জবেহ করার পূর্বে বা পরে কোন বুজুর্গ ব্যক্তির নাম নিয়ে তার রূহে এর সওয়াব পৌঁছিয়ে দেয়া দোষণীয় নয়। যেমন- কোরবানীর সময় প্রত্যেক মালীকের নাম নেয়া হয় এবং জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়।

www.sunnibarta.com

১নং দলীল ঃ

ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ আছে ঃ

* اِعْلَمْ اَنَّ الْمُدَارَ عَلَى الْقَصْدِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الذَّبْحِ

অর্থ ঃ "জেনে রাখা উচিত যে, জবেহ কারার সময়ে যে নিয়ত করা হয়- তাই গ্রহণযোগ্য"

পশুর মালিক এবং জবেহকারী যদি দু'ব্যক্তি হয়, তাহলে জবেহকারীর নিয়তই ধর্তব্য। মালীকের নিয়ত যাই থাকুক না কেন- তা গন্য করা হবেনা। যেমনঃ মালীকের নিয়ত হলো অন্য কারো নামে। কিন্তু জবেহকারী জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করলো, এক্ষেত্রে জবেহকারীর নিয়তই গন্য হবে। এর বিপরীত যদি হয়, যেমনঃ মালিকের নিয়ত হচ্ছে আল্লাহর নামে । কিন্তু জবেহকারী জবেহ্ করলো অন্যের নাম

www.sunnibarta.com

নিয়ে। এক্ষেত্রে জবেহকারীর নিয়তই গণ্য করতে হবে। প্রথম সুরতে পশু হালাল, দ্বিতীয় সুরতে পশু হারাম। এ বিষয়টি ফতোয়ায়ে আলমগিরিতে নিম্নরূপে লিপিবদ্ধ আছে।

২নং দলীল ঃ

জবেহকারীর নিয়তই গ্রহনযোগ্য - এসম্পর্কে আলমগিরীতে উল্লেখ আছে ঃ

"مُسْلِمٌ ذَبَحَ شَاةَ الْمَجُوسِيِّ لِبَيْتِ نَارِهِمْ اَوِالْكَافِرِ لِاٰلِهَتِهِمْ تُؤْكَلُ لِاَنَّهُ سَمَّى اللّٰهَ تَعَالٰى *

অর্থ ঃ "কোন মুসলমান যদি অগ্নি পূজকদের উপাসনালয়ের নামে উৎসর্গকৃত ছাগল আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ্ করে অথবা যদি কোন কাফেরের দেবদেবীর নামে উৎসর্গকৃত ছাগল আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করে- তাহলে সে গোস্ত খাওয়া মুসলমানদের জন্যে হালাল হবে। কেননা, জবেহকারী মুসলমান আল্লাহর নামেই জবেহ করেছে। (আলমগীরী)। এখানে জবেহকারীর নিয়তই গণ্য করা হয়েছে। প্রকৃত মালীক অগ্নী উপাসক বা কাফেরের নিয়তের কোন মূল্য দেয়া হয়নি।

৩নং দলীল ঃ

ফতোয়া শামীতে একই হুকুম ভিন্ন ভাবে লেখা হয়েছে। ঃ

قَوْلُهُ وَتُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ مِنَ الذَّابِحِ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لَوْسَمَّى لَهُ غَيْرُهُ فَلَا تَحِلُّ *

www.sunnibarta.com

অর্থ ঃ "পশু হালাল হওয়ার জন্যে জবেহকারীর নিজে বিসমিল্লাহ বলা শর্ত। অন্য কেউ বিসমিল্লাহ বললে- আর জবেহকারী না বললে উক্ত গোস্ত খাওয়া হালাল হবেনা। (ফতোয়া শামী)। উক্ত ফতোয়ায় জবেহকারীর নিয়তকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। পশুর মালিক বা অন্য কারো নিয়ত এখানে গ্রহণযোগ্য নয়।

৪নং দলীল ঃ

ফতোয়া কাজীখান গ্রন্থে আল্লাহর নামের পরে বরকতের জন্যে রাসুল (দঃ)-এর নাম যোগ করার ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

رَجُلٌ ضَحّٰى وَذَبَحَ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ بنام خدا بنام محمد عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ اَبُوبَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحْمَةُ اللّٰهِ

www.sunnibarta.com

عَلَيْهِ - "اِنْ اَرَادَ الرَّجُلُ بِذِكْرِ اِسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَجْلِيْهِ وَتَعْظِيْمِهِ جَازَ وَلَابَأْسَ بِهِ وَاِنْ اَرَادَ بِهِ الشِّرْكَةَ مَعَ اللّٰهِ لَايَحِلُّ ذَبِيْحَتُهُ *

অর্থ ঃ একজন লোক কোরবানীর পশু জবেহ করা কালীন বললো, 'বিসমিল্লাহ- খোদার নামে, মুহাম্মাদ (দঃ) এর নামে'। এমতাবস্থায় ফতোয়া কি হবে- এ সম্পর্কে শেখ ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ফজল (রহঃ) এর প্রদত্ত ফতোয়া উদ্ধৃত করে কাজীখান বলেনঃ যদি ঐ জবেহকারী হুজুর (দঃ) এর নাম আল্লাহর নামের সাথে তাজীম ও সম্মানের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করে থাকে, তাহলে জায়েজ হবে এবং এতে কোন দোষ হবেনা। আর যদি এভাবে নিয়ত করে "আমি আল্লাহ ও রাসুলের নামে যৌথভাবে জবেহ করছি" তাহলে উক্ত জবেহকৃত পশু হারাম হবে"। -কাজীখান।

এখানে জবেহকারীর নিয়তের ওপর হালাল -হারাম নির্ভরশীল।

৫নং দলীলঃ

জবেহকালীন মুহূর্তে আল্লাহর নামের সাথে অন্যের নাম মিলানো মাকরূহ- এ সম্পর্কে "কানজুদ্দাকায়েক" নামক ফেকাহ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। যথাঃ

وَكُرِهَ اَنْ يُذْكَرَ مَعَ اسْمِ اللّٰهِ غَيْرُهُ وَاَنْ يَقُوْلَ عِنْدَ الذَّبْحِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ وَاِنْ قَالَ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ وَالْاِضْجَاعِ جَازَ *

www.sunnibarta.com

অর্থঃ " আল্লাহর নামের সাথে অন্যের নাম উচ্চারন করা এবং জবেহ করার মূহুর্তে বিছমিল্লাহর পরে 'হে আল্লাহ! তুমি অমুকের পক্ষ হতে কবুল কর' একথা বলা মাকরূহ। আর যদি বিছমিল্লাহ বলার পূর্বে এবং শোয়াইবার পূর্বে ঐরূপ বলে- তা হলে বিনা মাকরূহে জায়েজ হবে"।

এই ফতোয়ায় বিছমিল্লাহ বলার পরে এবং জবেহ করার মূহুর্তে অন্যের নাম উচ্চারন করাকে মাকরূহ বলা হয়েছে। কিন্তু শোয়াবার পূর্বে বা বিছমিল্লাহ বলার পূর্বে অন্যের নাম উচ্চারন করলে মাকরূহ হবে না। (কোরবানীর সময় নাম উল্লেখ করা হয় বিছমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলার পূর্বে)।

৬ নং দলীল ঃ

আল্লাহর সাথে অন্যের নাম উচ্চাণ করার ক্ষেত্রে জায়েজ না জায়েজের প্রশ্নে নিম্ন বর্নিত নীতিমালা বর্ননা করে দোররোল মোখতার গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

www.sunnibarta.com

وَاِنْ ذُكِرَ مَعَ اسْمِهٖ تَعَالٰى غَيْرَهٗ فَاِنْ وَصَلَ بِلَاعَطْفٍ كُرِهَ كَقَوْلِهٖ بِسْمِ اللّٰهِ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ اَوْ مِنِّىْ وَمِنْهُ بِسْمِ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِنْ عَطَفَ حُرِّمَتْ نَحْوُ بِسْمِ اللّٰهِ وَاِسْمِ فُلَانٍ"*

অর্থঃ "জবেহকারী যদি আল্লাহর নামের সাথে অন্য কারো নাম উচ্চারন করে তাহলে দু'সুরত হতে পারে। একটি সুরত হলোঃ "وَاوْ" (এবং) শব্দ ব্যতিত অন্যের নাম সংযুক্ত করলে মাকরূহ হবে। যেমন বললো -"আল্লাহর নামে অমুকের পক্ষ হতে বা আমার পক্ষ হতে কবুল করো"। অনুরূপভাবে যদি বলে "বিসমিল্লাহ- মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লা"। এক্ষেত্রে মধ্যখানে "وَاوْ" ("এবং") অব্যয় না থাকার কারণেই শুধু মাকরুহ হবে।

দ্বিতীয় সুরত হলো- "وَاوْ" বা ("এবং") অব্যয় সহ উচ্চারন করলে পশুর গোস্ত হারাম হবে। যেমন জবেহকারী বললো- "আল্লাহর নামে এবং অমুকের নামে"। এক্ষেত্রে অব্যয় ব্যবহার করার কারণে দু'জনের নাম সংযুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং গোস্ত হারাম হবে। কিন্তু অব্যয় ব্যবহার না করলে দু'জনের নাম সংযুক্ত হয়না, বিধায় গোস্ত হারাম হবে না, কিন্তু এরূপ বলা শুধু মাকরূহ- শিরক নয়"। মসআলাটি খুবই জটিল। দু নামের মাঝখানে অব্যয় "وَاوْ" থাকলে হারাম হবে এবং না থাকলে শুধু মাকরুহ হবে। এটাই মূলনীতি। কিন্তু কোন মতেই শিরক হবে না।

৭নং দলীলঃ

www.sunnibarta.com

গায়াতুল বয়ান গ্রন্থের হাওয়ালা উল্লেখ করে ফতোয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে,

وَلَوْقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ يَحِلُّ وَالْاَوْلٰى اَنْ لَّايُفْعَلَ وَلَوْقَالَ مَعَ الْوَاوِ يَحِلُّ اَكْلُهٗ *

অর্থ ঃ জবেহকারী যদি বলে- " বিছমিল্লাহ; সাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ" তাহলে দু'নামের মধ্যখানে অব্যয় না থাকার কারণে জবেহ দুরস্ত হবে। তবে এরূপ না করাই উত্তম। আর যদি মধ্যখানে "وَاوْ" অব্যয় ব্যবহার করে, তাহলে গোস্ত খাওয়া জায়েজ হবে। কেননা তখন অর্থ হবে- বিছমিল্লাহ দ্বারা আল্লাহর নাম নেয়া এবং ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ দ্বারা নবীজির উপর পৃথক ভাবে দরূদ পাঠ করা। সুতরাং অব্যয় ব্যবহার করা সত্বেও দু'নামের সংযুক্তি কিছুতেই বুঝাবেনা"। (ফতোয়া শামী),

উপরোক্ত কয়েকটি ফতোয়ার সারমর্ম হচ্ছে নিম্নরূপঃ

১। জবেহকারী ছুরি চালাবার সময় যে নিয়ত করে, উহাই ধর্তব্য।

www.sunnibarta.com

২। জবেহ করার পূর্বে অন্যের উদ্দেশ্যে জবেহ করার নিয়ত থাকলেও তা দোষণীয় নয়।

৩। জবেহ করা কালীন মূহুর্তে আল্লাহর নামের সাথে অন্যের নাম যদি তাজীমার্থে উচ্চারন করা হয়, তা হলে দোষণীয় নয়।

৪। জবেহ করার সময়ে জবেহকারী ব্যক্তি যদি আল্লাহর সাথে শরীক করার উদ্দেশ্যে অন্য কারো নাম উচ্চারন করে, তাহলে গোস্ত হারাম হবে। কিন্তু শিরক হবেনা।

থানবী সাহেব এবং অন্যান্য ওহাবী সম্প্রদায় ঢালাও ভাবে জবেহ করার পূর্বে কারো নাম নিলে, কারো সাথে উক্ত পশুকে সম্পর্কীত করলে উহাকে শিরক বলে আখ্যায়িত করে মুসলমানকে মুশরিকে পরিণত করতে অতি উৎসাহ বোধ করেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নিলেই যদি শিরক হতো, তাহলে কোরবানী ও আকিকাতে নাম নেয়ার কারণে পশুর গোস্ত হারাম হতো এবং জবেহকারী মুশরীক হয়ে যেতো। কেননা কোরবানীর পশু ক্রয় করার সময়ই অংশীদারগনের নামে ক্রয় করা হয় এবং জবেহ করার সময়ও তাদের নাম উচ্চারন করতে হয়। সম্ভবত থানবী সাহেবও তাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

কোন ব্যক্তির সাথে কোরবানীর পশু, নামাজ, রোজা ইত্যাদি সম্পর্কীত হওয়া স্বয়ং কোরানে ও হাদীসে উল্লেখ আছে। যেমনঃ "আমার নামাজ, আমার কোরবানী, আমার হায়াত, আমার মউত- সবই আল্লাহর রেজামন্দির উদ্দেশ্যে"- আল কোরআন। অনুরূপভাবে হাদীস শরীফেও দাউদী রোজা (একদিন পর একদিন রোজা রাখা) পিতা-মাতার জন্যে নামাজ- ইত্যাদি শব্দ এসেছে। গাইরূল্লাহর দিকে নামাজ, রোজা সম্পর্কীত হলে তাতে সওয়াব হয়। কিন্তু শাহজালালের গরু, মাদার বখ্‌শের মোরগ, সৈয়দ আহমদ কবিরের গরু ইত্যাদি বললে শিরক হবে- এটা কোন্ ধরনের যুক্তি? একজনের রূহে সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্য তাঁর নামে পশুর পরিচিতি বা চিহ্নিত করাকে কুফর বা শিরক বলা অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়।

৮নং দলীলঃ (ওহাবীদের ভুল ব্যাখ্যা খন্ডন)

ওহাবী সম্প্রদায় কোরআনে মজিদের দুটি আয়াত ও একটি হাদীস শরীফের ভুল ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা করে দাবী করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে জবাইকৃত পশুর গোস্ত খাওয়া হারাম এবং এই কাজ শিরক। তাদের পেশকৃত আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করে উহার সঠিক ব্যাখ্যা হাওয়ালা সহ নিম্নে বর্ননা করা হলো ।

১। কোরআনের আয়াতঃ · وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ

অর্থ ঃ "ঐ সব জীব জন্তু- যা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয় তা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন"। - সুরা বাক্বারা আয়াত নং -১৭৩।

www.sunnibarta.com

২। অপর আয়াত ঃ وَمَاذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ·

অর্থ ঃ "ঐ সব পশু হারাম- যা প্রতিমা বা দেব দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। সুরা মায়েদাহ আয়াত- ৩।

৩। হাদীসঃ "لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ *

অর্থঃ "যে ব্যাক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে পশু জবেহ করে, তার উপর আল্লাহর লানত"। মুসলিম-তিরমিজি।

উপরোক্ত দুটি আয়াত ও একটি হাদীসের অপব্যাখ্যা করে বাতিল পন্থীরা বলে থাকে যে, আল্লাহ ব্যতিত অন্য যে কোন ব্যক্তির জন্য পশু জবেহ করা হারাম এবং শিরক। প্রকৃত পক্ষে তাদের এই মন্তব্য বাতিল ও বিভ্রান্তিকর। আয়াতদ্বয় এবং হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা বিভিন্ন তাফছীর ও ফেকাহ্ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো।

পশু জবেহ করার উদ্দেশ্য চার প্রকার যথা ঃ

১। শুধু আল্লাহর রেজামন্দি লাভের উদ্দেশ্যে জবেহ করা। গোস্ত খাওয়া মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। যেমনঃ কোরবানী, আক্বিকা ও সদকার মান্নতের পশু জবেহ করা । এগুলো শুধু ইবাদত হিসাবে নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়। এগুলোর গোস্ত খাওয়া মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। এগুলোর মধ্যে কোরবানীর জন্যে নির্ধারিত মাস ও দিনে করা শর্ত। অর্থাৎ জিলহজ্জ চাঁদের ১০, ১১ ও ১২ তারিখের মধ্যে কোরবানী করতে হবে। হজ্জ উপলক্ষে মীনার নির্ধারিত স্থানে কুরবানী করতে হবে।

২। ছুরি বা অস্ত্রের ধার পরীক্ষার জন্যে জবেহ করা। এটা ইবাদতও নয় এবং গুনাহও নয়।

৩। গোস্ত খাওয়ার উদ্দেশ্যে জবেহ করা। যেমনঃ বিবাহ শাদীতে ওয়ালিমার জন্যে গরু ছাগল ইত্যাদী জবেহ করা, ব্যবসার উদ্দেশ্যে কসাইগন কর্তৃক বিক্রির উদ্দেশ্যে গরু ছাগল জবেহ করা, মেহমান অতিথির আগমনে তাদের আপ্যায়নের জন্যে পশু জবেহ করা, সম্মানীত ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে জেয়াফতের উদ্দেশ্যে পশু জবেহ করা, কোন ওলি বুজুর্গের জন্যে ইসালে সওয়াবের নিয়তে ফাতেহা- উরস উপলক্ষে গরু-ছাগল ইত্যাদি জবেহ করা । এসব ক্ষেত্রে গোস্ত খাওয়াই মূখ্য উদ্দেশ্য। সম্মান ও ফয়েজ লাভ পরোক্ষ।

উপরোক্ত তিনটি সুরতে বিসমিল্লাহ বলে জবেহ করা হলে পশুটি খাওয়ার জন্যে হালাল হবে।

www.sunnibarta.com

৪। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নৈকট্য লাভ ও সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে শুধু রক্ত প্রবাহিত করা ও উৎসর্গ করা। গোস্ত খাওয়া মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। যেমনঃ দেব-দেবী ও প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত পশু বলি দেয়া। এর মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করা। এসব পশু জবেহ করার সময় যদি জবেহকারী শুধু উৎসর্গ করার নিয়তে জবেহ করে তাহলে হারাম হবে— যদিও বিসমিল্লাহ বলা হয়। আর যদি জবেহ কারীর নিয়ত উৎসর্গের না হয়, তা হলে হালাল হবে- যদিও পশুর মালিকের নিয়ত উৎসর্গের জন্যে হোকনা কেন। এই পার্থক্যটি খুবই সুক্ষ্ম। অর্থাৎ বিবেচ্য ও ধর্তব্য বিষয় হচ্ছে জবেহকারীর নিয়ত। তার নিয়তের উপরই হালাল হারাম নির্ভরশীল। ফেকাহ্ সাস্ত্রের এবারত ও বাক্য বিন্যাসের দ্বারা শুধু চতুর্থ প্রকারের জবেহের ক্ষেত্রেই জবেহকারীর নিয়তের উপরই হালাল বা হারামের হুকুম বর্তাবে। জবেহ কারীর নিয়ত যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যের রেজামন্দি উদ্দেশ্য হয়, তাহলেই কেবল হারাম হবে। অন্যথায় নয়।

উক্ত মূলনীতি বা সূত্রের ভিত্তি হচ্ছে কোরআন মজিদের উক্ত দুটি আয়াত ও হাদীস শরীফ। যেমনঃ

১। তাফসীরে রুহুল বয়ান ৬ষ্ঠ পারা وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ

"مَا يُذْبَحُ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ أَفْتَى أَهْلُ الْبُخَارٰى بِتَحْرِيْمِهٖ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ هٰذَا غَيْرُ مُحَرَّمٍ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَذْبَحُوْنَهُ اسْتِبْشَارًا لِقُدُوْمِهٖ فَهُوَ كَذَبْحِ الْعَقِيْقَةِ لِوِلَادَةِ الْمَوْلُوْدِ مِثْلُ هٰذَا لَا يُوْجِبُ التَّحْرِيْمَ كَذَا فِيْ شَرْحِ الْمَشَارِقِ *

অর্থঃ কোন বাদশাহর আগমন উপলক্ষে অভ্যর্থনার জন্যে তাঁর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে যে পশু জবেহ করা হয়, বোখারার মুফতীগন উক্ত গোস্ত খাওয়াকে হারাম বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন- শুধু নৈকট্য লাভ করার উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু ইমাম রাফেয়ী বলেছেন- এটা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য নয়। বরং বাদশাহের শুভাগমনের আনন্দ প্রকাশার্থে ও তাঁর সম্মানে ভোজের উদ্দেশ্যেই জবেহ করা হয়ে থাকে। যেমনঃ নব শিশুর জন্মের আনন্দে আকিকার উদ্দেশ্যে পশু জবেহ করা হয়। এরূপ জবেহ দ্বারা পশু হারাম হতে পারে না। তদ্রূপ- বাদশাহের আগমনের আনন্দে পশু জবেহ করা হলে তা হারাম হবেনা। "শরহে মাশারিক গ্রন্থে'ও এরূপই উল্লেখ করা হয়েছে।"

উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা বুঝা গেল যে, ইবাদত বা শুধু নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জবাই হলে- তা হবে হারাম, আর খুশী ও আনন্দ প্রকাশের উদ্দেশ্যে হলে- তা হবে হালাল। নিয়তের তারতম্যের কারনে হুকুমের রদবদল হয়ে থাকে। সুতরাং অন্যের

www.sunnibarta.com

উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা হলেই তাকে ঢালাও ভাবে হারাম বলা যাবে না। উদ্দেশ্যও বিবেচনা করতে হবে।

২। দ্বিতীয় আয়াত وَمَاذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

অর্থাৎ দেবদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত পশু হারাম" – এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা সোলায়মান জামাল তাফসীরে জামালে বর্ণনা করেন ঃ

اَىْ مَاقُصِدَ بِذَبْحِهِ النُّصُبُ وَلَمْ يُذْكَرْ اِسْمُهَا عِنْدَ ذَبْحِهِ بَلْ قُصِدَ تَعْظِيْمًا بِذَبْحِهِ فَعَلٰى بِمَعْنَي اللَّامِ فَلَيْسَ هٰذَا مُكَرَّرًا مَّعَ مَاسَبَقَ اِذْ ذَاكَ فِيْمَا ذُكِرَ عِنْدَ ذَبْحِهِ اِسْمُ الصَّنَمِ وَهٰذَا فِيْمَا قُصِدَ بِذَبْحِهِ تَعْظِيْمُ الصَّنَمِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ (سُوْرَهُ مَائِدَهْ) *

অর্থঃ "ঐ জানোয়ারকে হারাম করা হয়েছে যাকে জবেহ করার মূহুর্তে দেব-দেবী-ই মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এবং জবেহ করার মূহুর্তে দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ না করে শুধু ঐ গুলোর তাজীম ও সম্মান প্রদর্শন করাই লক্ষ্য ছিল। সুতরাং উক্ত আয়াতের প্রথম অংশ وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ খোদা ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশু এবং দ্বিতীয় অংশ وَمَاذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

www.sunnibarta.com

অর্থাৎ "দেবদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত পশু" এক নয়। বরং দুটি অংশ দু-অর্থ বহন করে। প্রথম অংশের অর্থ হলো- জবেহ করার সময় দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করা এবং দ্বিতীয় অংশের অর্থ হলো নাম উচ্চারণ না করে বরং সম্মান ও তাজীমের খেয়াল করা।

সুতরাং عَلَى النُّصُبِ শব্দের অর্থ হবে لِلنُّصُبِ-সম্মানার্থে।

খোলাসা ঃ উপরে উল্লেখিত তাফসিরে দুটি জিনিস হারাম করা হয়েছে। আয়াতের প্রথমাংশের وَمَا اُهِلَّ দ্বারা আল্লাহর নাম ছাড়া উৎসর্গের উদ্দেশ্যে অন্যের নাম উচ্চারণ করা এবং দ্বিতীয় অংশের وَمَا ذُبِحَ দ্বারা দেবদেবীর তাজীম ও রেজামন্দির উদ্দেশ্যে নিয়ত করা। উভয় প্রকারের জবেহ দ্বারা গোস্ত হারাম হবে। কেননা, উভয় অবস্থায় শুধু রক্ত প্রবাহিত করাই উদ্দেশ্য, গোস্ত খাওয়া উদ্দেশ্য নয়। এই সুরতকেই ফেকাহ সাস্ত্রবিদগন হারাম বলেছেন। উপরে জবেহের প্রকার ভেদের মধ্যে এটি ৪র্থ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পশুর রক্ত

www.sunnibarta.com

প্রবাহিত করা হারাম, যেখানে গোস্ত আসল উদ্দেশ্য নয়। মোদ্দা কথায় দেবদেবীর নামেও নৈকট্য লাভের উদ্দ্যেশ্যে হলে হারাম হবে। অলীগনের বা মেহমানের সাথে এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই।

তাফসীরে জামাল উপরের দুটি আয়াতাংশের যে উত্তম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়েছেন, তাতেই পরিস্কার হয়ে গেলো যে, ফাতেহা ও উরসের জন্তু হারাম নয় বরং হালাল – এটা তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এখানে জিয়াফত ও ইসালে সাওয়াবই আসল উদ্দেশ্য । অলীগণের উদ্দেশ্যে জবেহ করা এবং দেবদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা- এক জিনিস নয়।

ওহাবী সম্প্রদায়ের উল্লেখিত হাদীস যথা ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ (مُسْلِمْ وَ تِرْمِذِىْ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ) *

অর্থাৎ " আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশু হারাম ও জবেহকারীর উপর আল্লাহর লানত " - দ্বারা তারা সরল প্রাণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে থাকে এবং বলে- মেহমান, অতিথি, সম্মানীত ব্যক্তি ও পীর বুজুর্গের জন্যে কোন পশু জবাই করা হারাম।

জবাবঃ

তাদের এই অপব্যাখ্যার জবাব হচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীসঃ

مَنْ ذَبَحَ لِضَيْفٍ ذَبِيْحَةً كَانَتْ لَهٗ فِدَاءً مِّنَ النَّارِ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ جَابِرٍ)

অর্থঃ "মেহমানের জিয়াফতের উদ্দেশ্যে যে ব্যাক্তি পশু পাখী জবেহ করবে রোজ হাশরে ঐ পশু পাখী তার জন্যে দোজখ থেকে মুক্তির উপলক্ষ্য হয়ে যাবে"। (হযরত জাবের (রাঃ) থেকে হাকিম বর্ননা করেছেন)

এখন ওহাবীদের প্রতি প্রশ্ন হলোঃ দ্বিতীয় হাদিসটি তোমরা উল্লেখ করোনা কেন? উভয় হাদিসের মধ্যে বাহ্যিক বৈপরিত্ব দেখা গেলেও মূলত কোন দ্বন্ধ নেই। মোহাদ্দেসীনে কেরামগন পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, দুটি হাদীসে জবেহ করার দুটি উদ্দেশ্য বয়ান করা হয়েছে। প্রথম হাদীসে গাইরুল্লাহ বা দেব দেবীর জন্যে উৎসর্গ করার কথা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় হাদীসে মেহমানদের সম্মানে জিয়াফতের কথা বলা হয়েছে। প্রথম হাদীসে গাইরুল্লাহ অর্থ· দেবদেবী। অলী আল্লাহগণ গাইরুল্লাহ নন। সুতরাং প্রথমটি হারাম আর দ্বিতীয়টি হালাল ও সুন্নাত। অনুরূপ ভাবে অলী-বুজুর্গের

www.sunnibarta.com

রূহে ইসালে সাওয়াবের নিয়তে পশু জবাই করাও সুন্নাত। নবী করিম (দঃ) অনাগত সকল উম্মতের জন্যে কোরবানীর পশু জবাই করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল হুজুর (দঃ) এর পক্ষ থেকে সকল উম্মতের রুহে ইসালে সাওয়াব করা। সকলের মধ্যে অলীগণও শামিল।

৯ নং দলীলঃ

মেহমানের জিয়াফতের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা সম্পর্কে দোররে মোখতার গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ

لَوْ ذَبَحَ لِلضَّيْفِ لَايُحْرَمُ لِاَنَّهُ سُنَّةُ الْخَلِيْلِ وَاِكْرَامُ الضَّيْفِ اِكْرَامُ اللّٰهِ"*

অর্থঃ "মেহমানের জন্যে জবেহ করা হারাম নয়। বরং তা ইবরাহীম খলিলের (আঃ) সুন্নাত। মেহমানকে সম্মান করা হলে আল্লাহকেই সম্মান করা হয়"। (দোররে মোখতার)।

গেয়ারবী, উরস ও ফাতেহার মধ্যে অলী বুজুর্গদের জন্যে সম্মান সুচক ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা হয়ে থাকে। সুতরাং জায়েজ। ওহাবীরা দেবদেবী ও অলীগণকে গাউরুল্লাহ মনে করে অলীদের বেলায়ও উক্ত আয়াত ব্যবহার করে। কাফেরদের শানে নাজিলকৃত আয়াতকে মুসলমানের উপর ব্যবহার করা ওহাবী খারেজীদের কাজ। তাফসীরে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, অলীগণ গাইরুল্লাহ নন বরং অলী আল্লাহ। – অনুবাদক।

১০ নং দলীল ঃ

মেহমান বা অন্য কারো সম্মানে জিয়াফতের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা হালাল- এ সম্পর্কে ফতোয়া শামী লিখেনঃ-

"قَالَ الْبَزَّازِيُّ مَنْ ظَنَّ اَنَّهُ لَايَحِلُّ لِاَنَّهُ ذُبِحَ لِاِكْرَامِ ابْنِ آدَمَ فَيَكُوْنُ اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَقَدْ خَالَفَ الْقُرْاٰنَ وَالْحَدِيْثَ وَالْعَقْلَ فَاِنَّهُ لَارَيْبَ اَنَّ الْقَصَّابَ يَذْبَحُ لِلرِّبْحِ وَلَوْ عَلِمَ اَنَّهُ يُنَجَّسُ لَايَذْبَحُ وَيَلْزَمُ هٰذَا الْجَاهِلَ اَنْ لَّايَأْكُلَ مَاذَبَحَ الْقَصَّابُ وَمَا ذُبِحَ لِلْوَلَائِمِ وَالْاَعْرَاسِ وَالْعَقِيْقَةِ – وَفِى الْخَزَانَةِ قَالَ

www.sunnibarta.com

اَلْاِمَامُ اِسْمَاعِيْلُ اِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ الْاِبِلَ اَوِالْبَقَرَ لِاَجْلِ الَّذِىْ يَقْدُمُ مِنَ الْحَجِّ وَالْغَزْوِ قَالَ الشَّيْخُ اَبُوْحَفْصٍ وَالْقَاضِىُ الْاِمَامُ عَلِى النَّسَفِىُّ وَغَيْرُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاَكْرَهُ ذٰلِكَ وَلٰكِنْ لَااُكَفِّرُهُ وَلَانَسِىَ الظَّنَّ بِالْمُسْلِمِ اَنْ يَّتَقَرَّبَ اِلَى الْاٰدَمِىِّ بِهٰذَا النَّحْرِ *

অর্থঃ "মেহমানের উদ্দেশ্যে জবেহ্‌কৃত পশু সম্পর্কে ইমাম বাজজাজী বলেন, কোন ব্যক্তি যদি মনে করে যে, যেহেতু মানুষের সম্মানে জবাই করা হয়েছে, সুতরাং ইহাও আয়াতের মধ্যে শামিল হয়ে হারাম হয়ে যাবে, তার এরূপ মনে করা কোরআন, হাদীস ও যুক্তির পরিপন্থী। কেননা, কসাই পশু জবেহ করে লাভের উদ্দেশ্যে। যদি সে জানতো যে, এ ধরনের জবেহের কারনে পশুটি হারাম হয়ে যাবে, তাহলে সে কখনও জবাই করতো না এবং ওলিমা, উরস ও আকিকার জন্যেও জবাই করা হতোনা । খাজানা নামক গ্রন্থে ইমাম ইসমাইল বলেছেন যে, হাজী অথবা গাজীর প্রত্যাবর্তণ উপলক্ষে গরু ও উট জবাই করা সম্পর্কে শেখ আবু হাফসও ইমাম নসফী প্রমুখ বলেন; যদিও আমি এরূপ পছন্দ করিনা, তবুও জবাইকারী বা আয়োজন কারীকে কাফের বলতে পারিনা। কেননা একজন মুসলমান ব্যক্তি এই জবেহের দ্বারা অন্য মানুষের ইবাদত বা তাকাররুব এর নিয়ত করতে পারে- এরূপ কুধারনা আমরা করতে পারিনা"। -শামী।

এতে পরিস্কার হয়ে গেল যে, উরস, ওলিমা, জিয়াফত ও আকিকার নিয়তে কারো নামে জবাই করা শিরক তো দূরের কথা, নাজায়েজ বা হারামও নয়। অথচ থানবী সাহেব ঢালাও ভাবে কারো নামে জানোয়ার জবাই করাকে শিরক বলে সকল মুসলমানকে মুশরিকে পরিনত করেছেন। (নাউজুবিল্লাহ)

www.sunnibarta.com